ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নারী অধিকার নিয়ে বলিউডের আলোচিত সিনেমা
পৃঃ ৫

আইপিএলের জনপ্রিয়তা বেশি কেন? যা বললেন কোহলি
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭১ ● কলকাতা ● ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৩ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্যের প্রস্তাবে অনুমোদন রাজ্যপালের,

কে হলেন পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের তরফে পিএসসি চেয়ারম্যান পদে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করা হয়। রাজ্য সরকারের সেই প্রস্তাবে মঙ্গলবার অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের বক্তব্য ছিল, পিএসসি-র চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ না হওয়ায় যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি পাচ্ছেন না। এমন অভিযোগ পাওয়ার পরেই রাজ্যকে এই সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যোগী হতে বলেছেন রাজ্যপাল। যদিও রাজভবনের অভিযোগকে মানতে নারাজ ছিল সরকার পক্ষ।

রাজভবনের চিঠির যাওয়ার প্রায় দু'মাস বাদে পিএসসি-র চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করে সরকার। আর রাজ্যের প্রস্তাবে মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগে সম্মতি দিলেন রাজ্যপাল। নিয়োগ দুর্নীতির কারণে অপসারণ করা হয়েছিল পিএসসি-র চেয়ারম্যানকে। দীর্ঘদিন পদটি শূন্য পড়ে ছিল। ফাঁকা রয়েছে বেশ কয়েকজন আধিকারিকের পদও। এই পরিস্থিতিতে নিয়োগ এবং প্রশাসনিক কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পিএসসি, তারই অবসান চেয়ে সরকারকে চিঠিও দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। গত ১৮ জানুয়ারি রাজভবন থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি জারি করে রাজ্য সরকারকে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে গতি আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরপর ৩ পাতায়

সিএএ বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই

'মমতার হুঁশিয়ারির জবাব দিলেন মোদীর মন্ত্রী শান্তনু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : (সিএএ) চালু হল গোটা দেশে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে লোকসভা নির্বাচনের আগে বাড়তি অক্সিজেন পেল রাজ্য বিজেপি। কারণ, বাংলায় মতুয়া ভোটের অঙ্ক মেলাতে খুবই জরুরি ছিল এই বিজ্ঞপ্তি। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গেই উতসবের আবহ তৈরি হয়ে যায় পদ্ম-শিবিরে।সঙ্ঘ পরিবারেরও দীর্ঘদিনের দাবি সিএএ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এ নিয়ে অনেক আন্দোলনও করেছে। তার প্রেক্ষিতেই ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এই আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। সোমবার তার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে পরিষদের বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় নেতা শচীন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "নাগরিকত্ব নিয়ে কাউকে ভুল বোঝানো ঠিক হবে না। বরং, সকলে যাতে নাগরিকত্ব পান সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন নয়। উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসা মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার উদ্যোগ।"বনগাঁ লোকসভা এলাকাতে তো বটেই মতুয়া অধ্যুষিত অন্যান্য জায়গাতেও শুরু হয়ে যায় উতসব। রানাঘাটের সাংসদ তথা লোকসভার প্রার্থী জগন্নাথ সরকার ঢোল বাজাতে বাজাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। আর বনগাঁর সাংসদ তথা মতুয়া সমাজের নেতা সন্টলেকে

এরপর ৩ পাতায়

বউ -বাচ্চাকে খাওয়াতে

কিছু তো একটা করতে হবে, অভিষেকের 'ব্যবসা' নিয়ে কী বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, 'কিছু না করলে বউ - বাচ্চাদের খাওয়াবে কী?'এদিন মমতার বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, 'ব্যবসা করলে নিজের নামে কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই বলে কেন দাবি করলেন অভিষেক। কী এমন ব্যবসা যে পরের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে করতে হয়। আর তাতে কোটি কোটি টাকা রাতারাতি চলে আসে? ইডি অবৈধভাবে অভিষেকের সম্পত্তি অ্যাটাচ করে থাকলে কেন আদালতে যাচ্ছেন না তিনি? কেন মমতা বলছেন, 'আমরা কিছু বলিনি'? কে বারণ করেছে ওনাকে বলতে? তদন্ত হচ্ছে আদালতের নির্দেশে ও আদালতের নজরদারিতে। সেখানে যাবতীয় সম্পত্তি কেনার আয়ের উতসের নথি জমা দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করুন অভিষেক। কেউ বারণ করেনি তো।'অভিষেক একজন যুবক। বিয়ে করেছে, ২টো বাচ্চা আছে, ওকে তো কিছু একটা করতে হবে। নইলে খাওয়াবে কী করে?

এরপর ৩ পাতায়

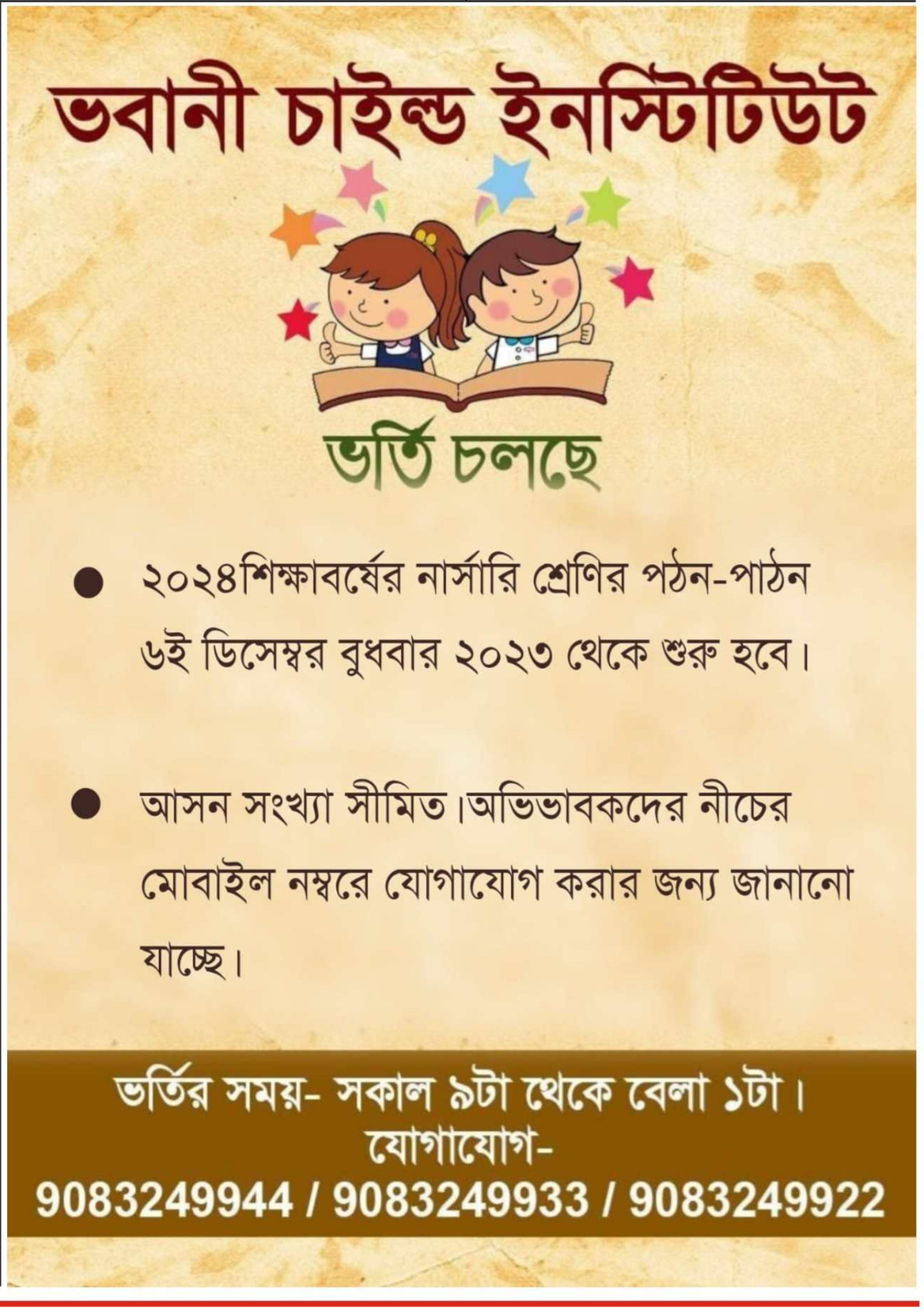

ভোট প্রচারে গিয়ে ভোটারদের প্রশ্নের মুখে নিশীথ প্রামাণিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে প্রচারে বেড়িয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। বেহাল রাস্তা ও পানীয় জল নিয়ে স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভের সামনে পড়তে হয় তাঁকে। তবে এলাকার উন্নয়নের কাজ না হওয়ার দায় তৃণমূলের ঘাড়েই ঠেলেছেন কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী।অভিযোগকারী এক মহিলা জানান, বর্ষা এলেই ঘরে জল ঢুকে যায়। নিকাশী নালাগুলি বহুদিন ধরে সংস্কার হয় না। নিকাশী নালাগুলি মশায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। তবে এলাকায় কাজ না হওয়ার যাবতীয় দায় তৃণমূলের ওপরই চাপিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এলাকার সব কাজের জন্য তিনি টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন। কিন্তু তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান সেই টাকা নিতে চাইছে না। যদিও গুড়িয়াহাটি ২ পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিত মল্লিক জানান, নিশীথ প্রামাণিক মিথ্যা অভিযোগ করছেন। গত পাঁচ বছরে এলাকায় তিনি কোনও কাজ করেননি। ফলে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। একইসঙ্গে তিনি জানান, মাত্র ছয় মাস হয়েছে নতুন বোর্ড তৈরি হয়েছে। এরইমধ্যে ২০ থেকে ২৫টি রাস্তা, চারটি রিজার্ভার ও নিকাশী নালা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আগামীদিনে বহু কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।এদিন কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারে যান নিশীথ প্রামাণিক। এলাকায় স্থানীয় একটি মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি রেলগেট বাজারে একটি সভাও করেন তিনি। তখনই এলাকার কিছু মহিলা বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। নিশীথ প্রামাণিকের কাছে বেহাল রাস্তা, পানীয় জল ও নিকাশী নালা সংস্কারের দাবি তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মহিলাদের প্রশ্নের মুখে পড়ে অস্বস্তিতে পড়ে যান কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী।

পার্ক স্ট্রিট থেকে গ্রেপ্তার বাহরিনের জার্মান রিফিউজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পার্ক স্ট্রিটের একটি নামী হোটেলে খেতে এসে বিল মেটানো নিয়ে গোলমাল। আর এই ঝামেলা থেকেই ধরা পড়ে গেলেন কলকাতায় গা ঢাকা দেওয়া মধ্যপ্রাচ্যের বাহরিনের জার্মান রিফিউজি। যদিও ওই ব্যক্তির দাবি, কলকাতায় নাকি তাঁর পরিবার থাকে। এদিকে পুলিশের কাছে খবর রয়েছে, জার্মানিতে যে শরণার্থীরা থাকেন, তাঁদের মধ্যে একাংশের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা রয়েছে।যদিও পুলিশের মতে, প্রায় তিন বছর আগে কলকাতায় চলে আসার পর এখানেই থেকে গিয়েছেন। আর দেশে ফিরে যাননি। সেই ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন নাকি, কলকাতায় আসার পর সে ট্যাংরায় বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিল, পুলিশ তা জানার চেষ্টা করছে। এদিন ধৃতকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে তাকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। সে কলকাতায় থেকে এতদিন ধরে কী কাজ করত, তার সঙ্গে বাহরিনের যোগাযোগ ছিল কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে।ফলে, ওই ব্যক্তি কোনও অপরাধ করার পর কলকাতায় পালিয়ে এসে গা ঢাকা দিয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তরাঁয় আসেন জালাল জাসিম খাসিম নামে ৪২ বছরের এক ব্যক্তি। কিন্তু খাওয়ার পর বিল নিয়ে রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর গোলমাল হয়। খবর পেয়ে ওই রেস্তরাঁয় যান পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ওই ব্যক্তির মুখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শুনে পুলিশের সন্দেহ হয়। তল্লাশি চালানোর পর জাসিমের কাছ থেকে একটি জার্মান রিফিউজি বা শরণার্থীর

এরপর ৩ পাতায়

হরিয়ানায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদে নয়াব সিং সাইনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হরিয়ানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিজেপি নেতা নয়াব সিং সাইনি । মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। এদিন বিকেল ৫টায় শপথ নেবেন হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের সাংসদ তথা দলের রাজ্য সভাপতি সাইনি। বিজেপির পরিষদীয় দলের একটি বৈঠকের পরে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বিজেপি ও জেজেপির মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের পদত্যাগ করেন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে। জানা যাচ্ছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়তে পারেন মনোহর লাল খট্টর। সেই জন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। যদিও এই বিষয়ে খট্টর বা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে নিশ্চয়তা মেলেনি। এই পদত্যাগ প্রসঙ্গে নির্দল বিধায়ক নয়ন পাল রাওয়াত মঙ্গলবার দাবি করেছেন যে,' বিজেপি এবং জননায়ক জনতা পার্টির মধ্যে জোট ভেঙে গেছে। তাই পদত্যাগ করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।' সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই হরিয়ানায় চাপে পড়ল গেরুয়া শিবির।লোকসভার আসন সমঝোতা ব্যর্থ হওয়ার পর ক্ষমতাসীন বিজেপি-জেজেপি জোট ভেঙে যায় হরিয়ানায়। জেজেপি ১০টি আসনের মধ্যে ৩টি আসনের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু, বিজেপি একটির বেশি ছাড়তে নারাজ। বিষয়টি নিয়ে সোমবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গেও জেজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক হয়। তারপরেও সমাধান সূত্র হয়নি।

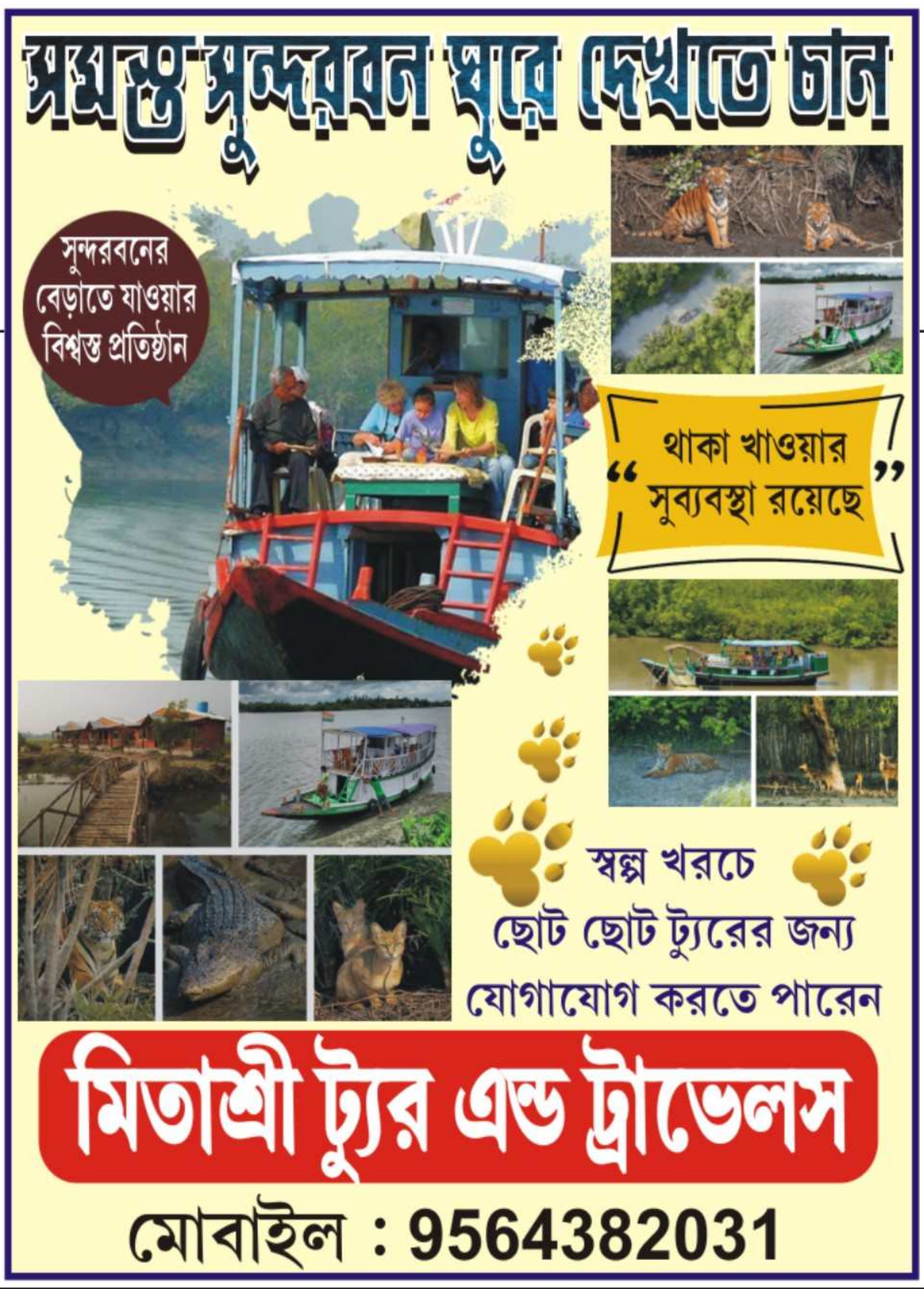

গ্রুপ ল্যান্ডমার্কের মাধ্যমে মহিন্দ্রা কলকাতায় অত্যাধুনিক ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে

- মাহিন্দ্রার অটোমোটিভ ডিভিশন ৩২০ তম ডিলারশিপ হয়ে উঠেছে
- থ্রিএস ডিলারশিপ । ৭,৫০০ বর্গফুটের শোরুম এবং ৫৫,০০০ বর্গফুটের ওয়ার্কশপ । ১৪০ জন দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী । ৩০টি উৎপাদনশীল সার্ভিস বে
- মাহিন্দ্রা অটোমোটিভের সারা দেশে ১২৮০+ বিক্রয় এবং ১০২০+ সার্ভিস টাচ পয়েন্ট সহ একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে

কলকাতা, ১২ই মার্চ, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ভারতের শীর্ষস্থানীয় এসইউভি নির্মাতা, আজ হাওড়া, কলকাতায় তার সর্বশেষ ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে, ল্যান্ডমার্ক মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ল্যান্ডমার্ক কারস এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক সংস্থা । মাহিন্দ্রা হাওড়ায় দুটি শোরুম এবং একটি ওয়ার্কশপ নিয়ে এই অঞ্চলে তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে। এই ডিজিটালি সজ্জিত ডিলারশিপের উদ্বোধন গ্রাহক-প্রথম দর্শনের প্রতি মাহিন্দ্রার-এর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে, ব্যাঁন্ডটিকে তার গ্রাহকদের আরও কাছাকাছি নিয়েআসছে।

নতুন ডিলারশিপটি মাহিন্দ্রার আসল এসইউভি এবং বাণিজ্যিক গাড়ির পরিসরের সম্পূর্ণ রেঞ্জ অফার করবে। এসইউভি রেঞ্জে আইকনিক সম্পূর্ণ-নতুন থার, স্করপিও-এন, স্করপিও ক্লাসিক, XUV700, XUV300, বোলেরো এবং বোলেরো নিউ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিলারশিপটি মাহিন্দ্রার প্রথম ই-এসইউভি অল-ইলেকট্রিক XUV400 খুচরা বিক্রি করবে।

বানেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিপি এবং ন্যাশনাল সেলস হেড - অটোমোটিভ ডিভিশন, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড বলেন, “মাহিন্দ্রা, তার আসল এসইউভি এবং বাণিজ্যিক যানবাহন গুলোর পরিসর সহ সর্বদা গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, এবং এই নতুন ডিলারশিপের মাধ্যমে, আমরা হাওড়া অঞ্চলে আমাদের স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করছি। পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান জেলা হিসাবে হাওড়া আমাদের জন্য ক্রমবর্ধমান গ্রাহক ভিত্তিকে পরিবেশন করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করে যা তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে মেলে এমন

এরপর ৩ পাতায়

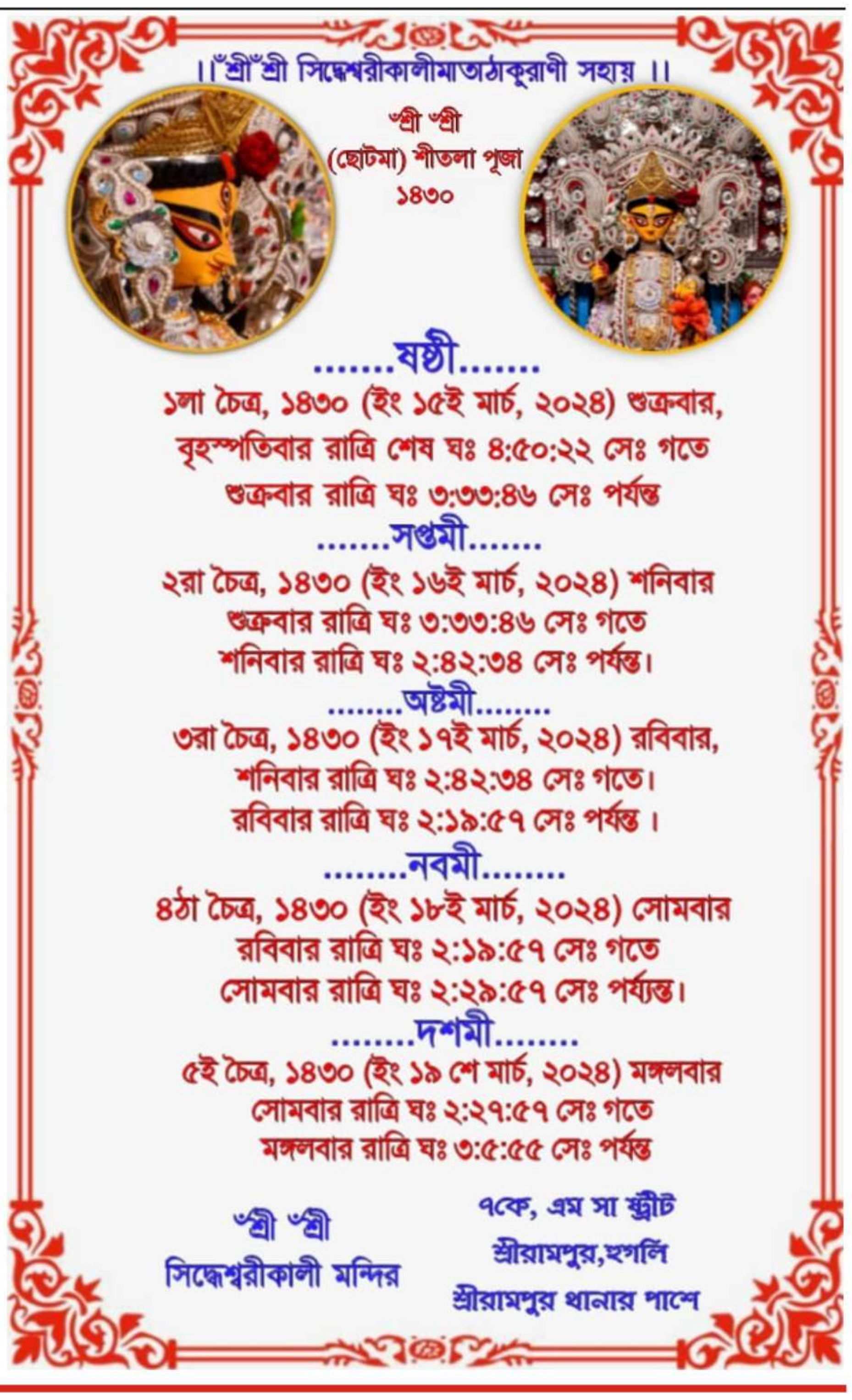

১-ম পাতার পর

সিএএ বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই 'মমতার হুঁশিয়ারির জবাব দিলেন মোদীর মন্ত্রী শান্তনু

বিজেপির রাজ্য দফতরে এসে মিষ্টিমুখ করান অন্য নেতাদের। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "একটা ইতিহাস তৈরি হল আজ। আজ থেকে ১০০ বছর পরে সরকার বদলে যেতে পারে কিন্তু কেউ উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে না। ভবিষ্যতের জন্য বড় নিরাপত্তার গ্যারান্টি মিলল।''কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি জারির পরে পরেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান। তবে শুভেন্দু এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডলে 'হরি বোল' লিখে মতুয়া সমাজের দেওয়া কথা রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি লিখেছেন, "মোদীর গ্যারান্টি মানে প্রতিশ্রুতি পূরণের গ্যারান্টি। ১৯৪৫ সাল থেকে ধর্মীয় কারণে উতপীড়িত জনগোষ্ঠী মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি সমনাগরিকত্বের দাবিতে সরব হয়েছেন। আজ অপেক্ষার অবসান হল।'' প্রসঙ্গত, আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ছেলের হাতে মোয়া? কাউকে নাগরিকত্ব দিতে পারবে না। জাস্ট শো অফ! বলবে, 'আপনারা পোর্টালে নাম লেখান।' তখন সব ধর্মের মানুষই নাম লেখাবেন। কিন্তু সেই নাম আদৌ কার্যকর হবে?" একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, "এ জন্যই কি মতুয়া ভাই, নমঃশূদ্রদের আধার কার্ড বাতিলের চক্রান্ত হয়েছিল? কিন্তু আমরা তো সবাই নাগরিক। ভোট আজ আছে। কাল ফুরিয়ে যাবে। আর সিএএ একটা ছলনা। আমি বিশ্বাস করি, বাংলায় যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা সবাই এ রাজ্যের নাগরিক।" এর জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলছেন কিন্তু তিনি কি এই জবাবটা দেবেন পাসপোর্ট বানানোর সময়ে তাঁর পুলিশ মতুয়া সমাজের সদস্যদের থেকে কেন ১৯৭১ সালের আগের জমির দলিল চায়?" এর পরেই তিনি বলেন, "আজ থেকে ১০০ বছর পরে কেউ প্রশ্ন তুলবেন কি না কথা দিতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী? আজ উদ্বাস্তু পরিবারের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নাগরিকত্বের নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিল মোদী সরকার।'' রাজ্যের কারও নাগরিকত্ব কাড়তে দেব না বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারিরও জবাব দিয়েছেন শান্তনু। তিনি বলেন, "সিএএ-র মাধ্যমে কারও নাগরিকত্ব কাড়া হবে না। এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য।"

১-ম পাতার পর

বউ -বাচ্চাকে খাওয়াতে কিছু তো একটা করতে হবে, অভিষেকের 'ব্যবসা' নিয়ে কী বললেন মমতা

কিছু তো একটা করতে হবে। ঘরে বসে থাকলে তো আর ভাত জুটবে না। ওর একটা ব্যবসা ছিল। সব সম্পত্তি অ্যাটাচ করে দিয়েছে। আমি কিছু বলিনি, কারণ আমাদের লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমাদের যা আছে তুমি নিয়ে নেও। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিও না'। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সূত্র ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে পৌঁছন ইডির গোয়েন্দারা। কী কারণে সুজয়কৃষ্ণের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসকে মোটা টাকা দিয়েছিলেন তা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তুলেছে তারা। এরই মদ্যে গত ২ জানুয়ারি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের প্রায় ৭.৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডি।

১-ম পাতার পর

রাজ্যের প্রস্তাবে অনুমোদন রাজ্যপালের, কে হলেন পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান

উল্লেখ্য, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তির সময় রাজভবনে 'পিসরুম' চালু করেন রাজ্যপাল। যেখানে কোথাও কেউ আক্রান্ত হলে কিংবা কোনও অশান্তি হলে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। সেখানেই পিএসসি-র চেয়ারম্যান না থাকায় নিয়োগ স্থগিত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে।

২ পাতার পর

পার্ক স্ট্রিট থেকে গ্রেপ্তার বাহরিনের জার্মান রিফিউজি

কার্ড উদ্ধার হয়। তাঁকে পার্ক স্ট্রিট থানায় নিয়ে এসে পুলিশ জানতে পারে, তিনি আসলে বাহরিনের বাসিন্দা। পরে সেখান থেকে জার্মানিতে গিয়ে তিনি শরণার্থীর কার্ড পান। তার ভিত্তিতেই পাসপোর্ট ও ভারতে আসার পর্যটন ভিসা সংগ্রহ করেন। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের জুলাইয়ে জাসিম কলকাতায় এসেছিলেন। এর পর তাঁর পাসপোর্ট ও ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। এনিয়ে লিগ্যাল এইডের আইনজীবী নবনীতা মণ্ডল জানান যে, ধৃত ওই বিদেশি তাঁকে জানিয়েছে , তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা কলকাতায় রয়েছেন। সেই টানেই তিনি এই শহরে এসেছেন। তদন্তে পুলিশের কাছে জাসিম দাবি করেন, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে ট্যাংরা এলাকায় থাকেন।

ভোট আসতেই বিপুল চাকরির ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য বিরাট সুখবর। শীঘ্রই চালু হতে চলেছে 'কর্মশ্রী'। যার আওতায় বিরাট সুযোগ সুবিধা পাবেন রাজ্যের জব হোল্ডাররা। এতে করে যেমন ৫০ দিনের কাজ নিশ্চিত হবে তেমনই আর্থিকভাবেও সুরক্ষিত হবেন রাজ্যের আম জনতা। রাজনৈতিক কারবারিদের মতে, এতে করে আসন্ন নির্বাচনে একটা বড় অঙ্কের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতেই এই প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল সরকার। সেই সময় বাজেট ঘোষণার সময় রাজ্যের মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার চালু করছে নয়া প্রকল্প 'কর্মশ্রী'। এতে করে জব কার্ড হোল্ডাররা ৫০ দিনের কাজ পাবেন। ভোটের মুখে সেই প্রকল্পকেই বাস্তব করার কথা বলল রাজ্য সরকার।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত বহুদিন ধরেই ১০০ দিনের বকেয়া নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে কেন্দ্র দাবি করছে, একশো দিনের কাজেও ভরপুর দূর্নীতি হয়েছে বাংলায়। অন্যদিকে রাজ্যের দাবি, রাজ্যের হকের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র সরকার। আর তারই পাল্টা রাজ্য 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের ঘোষণা করেছে বলে ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

কিছুদিন আগেই রাজভবন সংলগ্ন এলাকায় মঞ্চ থেকে ধর্নাতেও বসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না দিতে বসেন রেড রোডে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কেন্দ্র বকেয়া না মেটালে সেই টাকা মেটাবে রাজ্য।

এসবের মধ্যেই এইদিন হাওড়ার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও, আমরা ১০০ দিনের কাজের টাকা দিয়েছি। ওটা নামেই ১০০ দিনের কাজ ছিল, কিন্তু বছরে ওটা ৩০- ৩৫ দিন হত। তাই আমরা ধাপ্পা না দিয়ে, আর দিল্লির কাছে মাথা নত না করে, আজ থেকে কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করছি, যাতে ৫০ দিন জব কার্ড হোল্ডাররা কাজ পাবেন এবং তাদের টাকা নিশ্চিন্ত থাকবে।'

বুথে-বুথে ঘুরবেন নয়শো বেশি পর্যবেক্ষক, শুনবেন অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি ধীরে-ধীরে প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এখন দেখার ভোট কবে হবে? ইতিমধ্যেই বাংলায় বৈঠক করে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, আসন্ন লোকসভা ভোটের নজরদারির জন্য প্রায় ৯০০ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন।এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে লোকসভা কেন্দ্রে সেই পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করা হবে, ভোট পুরো ভোটের প্রক্রিয়ার সময় সেখানেই তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে। পর্যবেক্ষকদের গাড়িতে লাগানো থাকবে জিপিএস। মোবাইল, ল্যান্ড নম্বর ইমেল আইডি এবং তিনি কোথায় রয়েছেন তা প্রত্যেককে জানাতে হবে। আর পর্যবেক্ষককে সর্বতভাবে সাহায্য করবে জেলা নির্বাচনী দফতর। পর্যবেক্ষকদের কাজ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কমিশনের নির্দেশ স্পর্শকাতর বুথগুলির উপর বেশি নজর রাখতে হবে। যতবেশি সম্ভব বুথ পরিদর্শন করতে হবে।কমিশন সূত্রে খবর, এই ভোটে দেশজুড়ে কাজ করবেন প্রায় ৪৫০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক। এছাড়া থাকছেন ৮০০ জন অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক। সোমবার এই সকল পর্যবেক্ষকদের নিয়ে দিল্লিতে একপ্রস্থ বৈঠকও করেছেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। কমিশনের নির্দেশ, ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হলেই পর্যবেক্ষকদের বুথস্তরে গিয়ে কাজ শুরু করে দিতে হবে। যদিও কোনও অভিযোগ তাঁরা জানতে পারেন, তখনই দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। সাধারণ ভোটার এবং রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ শুনতে হবে তাদের। সাধারণ ভোটার থেকে রাজনৈতিক যে কোনও দল চাইলে ফোন এবং ই-মেইল মারফত অভিযোগ জমা করতে পারবেন। ফোন ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে। প্রত্যেকের ফোন ধরতে হবে পর্যবেক্ষকদের।

রাশিয়ার সামরিক বিমানে আগুন, ১৫জনের মৃত্যুর আশঙ্কা, ভেঙে পড়ল মস্কোর উত্তরপূর্বের ইভানোভা অঞ্চলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ার যুদ্ধ বিমান ভেঙে পড়ার একমাস পর আবার বিপত্তি।এবার রাশিয়ার সামরিক বিমানে ধরে গেল আগুন। অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৫জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।জানা গেছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে সেই সামরিক বিমান ভেঙে পড়ে মস্কোর উত্তরপূর্বের ইভানোভা অঞ্চলে।এই ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার। একমাস আগে, রাশিয়ার ৬৫ জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে ভেঙে পড়ে একটি বিমান। বেলগোরোদ অঞ্চলে সেই বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। ইলিউশিন-৭৬ নামের সামরিক এই বিমান ভেঙে পড়ে ওই অঞ্চলে। এবারা আবার সামরিক বিমানের এই অগ্নিকাণ্ড ও ভেঙে পড়ার ঘটনায় আতঙ্ক বাড়ছে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীতে।যখন আইএল -৭৬ নামে যুদ্ধ বিমান যখন নীচে নামার চেষ্টা করছিল তখনই এই অগ্নিকাণ্ডের বিপদ দেখা যায়। বিমানের একটি ইঞ্জিনে সবার আগে আগুন লেগে যায়।

সেদেশের সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা গেছে,ধ্বংসস্থল থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে প্রাথমিকভাবে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই এই আগুন ধরে যায়।ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। এই আবহেই ঘটে চলেছে একের পর এক বিমান দুর্ঘটনা।

২ পাতার পর

গ্রুপ ল্যান্ডমার্কের মাধ্যমে মহিন্দ্রা কলকাতায় অত্যাধুনিক ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে

আসল এসইউভি সন্ধান করছে।"

ল্যান্ডমার্ক মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেডের ডিলার প্রিন্সিপাল মিঃ সঞ্জয় ঠাক্কর বলেন, "মাহিন্দ্রার সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব শুরু করতে পেরে এবং হাওড়ায় আমাদের অটোমোটিভ এর পদচিহ্ন প্রসারিত করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের গ্রুপে এসইউভি সেগমেন্টে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার গর্ব করে, আমাদের দীর্ঘকালীন সাফল্য গ্রাহক সন্তুষ্টি তে আবদ্ধ করে। পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী উপস্থিতি থাকার কারণে আমরা হাওড়া গ্রাহকদের অনন্য চাহিদা পূরণে আমাদের দক্ষতার বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। এই উন্নত, অত্যাধুনিক শোরুমটি, এই বাজারের প্রতি আমাদের অবিচল প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। আমরা যখন মাহিন্দ্রার বিশ্বে পা রাখার সাথে সাথে, আমরা একটি অতুলনীয় আসল মালিকানার অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।"

ডিলারশিপটি, ৭,৫০০ বর্গ ফুটের বিক্রয় শোরুম এবং ৫৫,০০০ বর্গ ফুটের সার্ভিস ওয়ার্কশপ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ৩০টি সার্ভিস বে দিয়ে সজ্জিত, মাসে ১৫০০টি গাড়ি সার্ভিসিং করতে সক্ষম। এই সুবিধাটি হাওড়া এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রাহকদের জন্য বিক্রয় এবং পরিষেবা উভয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে।

মাহিন্দ্রা অটোমোটিভ বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, ৩২০ টিরও বেশি বিক্রয় এবং পরিষেবা আউটলেট এবং ১,২৮০+ বিক্রয় পয়েন্টের মাধ্যমে, জাতীয় গ্রাহকদের কাছে কাছে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। ১,০২০+ এরও বেশি সার্ভিস টাচ পয়েন্ট দ্বারা পরিপূরক এই নেটওয়ার্কটি - মাহিন্দ্রার এসইউভি ছোট বাণিজ্যিক যানবাহন এবং ক্রয়-পরবর্তী মানসম্পন্ন পরিষেবাগুলিতে ব্যাপক গ্রাহক অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৭১ সংখ্যা ১৩ মার্চ, ২০২৪ বুধবার ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ইডি বাজেয়াপ্ত করল তৃণমূলের ১০.২৯ কোটি

লোকসভা নির্বাচনের আগে অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের। অ্যালকেমিস্ট মামলার তদন্তে তৃণমূলের ১০.২৯ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করলেন, তৃণমূলের পঞ্জীকরণ বাতিলের জন্য।

আজই দেশে সিএএ কার্যকর হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া অধ্যুষিত জেলাগুলিতে নির্বাচনের ফল নিয়ে তৃণমূলের চিন্তা বাড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তার আগে ইডির ফলাও করে তৃণমূলের টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা এক্স হ্যান্ডলে জানানোর ফলে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিও রাজ্যের শাসক দলকে অস্বস্তি ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ কেডি সিংয়ের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই তদন্ত প্রক্রিয়ায় ইডি প্রাথমিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ডিম্যান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করেছে, যার পরিমাণ ১০.২৯ কোটি টাকা।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও তিন তৃণমূল কংগ্রেস নেতার উড়ান যাত্রার খরচ বাবদ অ্যালকেমিস্ট গ্রুপ এই অর্থ খরচ করেছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। জনগণকে প্রতারিত করে অর্থ সংগ্রহ করে তার অংশ উড়ান সংস্থাগুলিকে অ্যালকেমিস্ট গ্রুপ দিয়েছিল বলে জানিয়েছে ইডি।বিমান ও হেলিকপ্টারে যাতায়াতের জন্যই তৃণমূলের হয়ে এই অর্থ সংস্থাটি খরচ করেছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। মমতার পাশাপাশি মুকুল রায়, মুনমুন সেন ও নুসরত জাহানের জন্য এই অর্থ খরচ করা হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে বলে ইডি সূত্র উদ্ধৃত করে দাবি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের।অ্যালকেমিস্ট নানাভাবে ১৮০০ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ। সিবিআই লখনউ, কলকাতা ও উত্তরপ্রদেশে যে এফআইআরগুলি দায়ের করেছে তারই ভিত্তিতে তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। লোকসভা ভোটের আগে এই টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়া তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলল বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তোলামূল' যে দুর্নীতিগ্রস্ত দল তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। ভাইপো কী সব বলছিলেন। প্রমাণ হলে কী হবে? লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই দলের উচিত এবার সারেন্ডার করা। নির্বাচন কমিশন এই দলের পঞ্জীকরণ খারিজ করুক।

শুভেন্দু আরও বলেন, এই দল যে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়াতেই মানি লন্ডারিং প্রমাণিত। ২০১১ সালে ভোটে লড়েছিল সুদীপ্ত সেন ও গৌতম কুণ্ডুর টাকায়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেডি সিংয়ের টাকায়। ৬৫ কোটি টাকা নিয়ে কেডি সিংকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছিল। সব জানেন মুকুল রায়। তিনিই বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন।

দীর্ঘ ৯ মাস ধরে সেতু ভেঙে পড়ে থাকায় ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপু, মালদা : নিউজ সারাদিন : ব্লক দপ্তর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে দীর্ঘ নয় মাস থেকে ভেঙে পড়ে রয়েছে সেতু।ক্ষোভ এলাকাবাসীর। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিশ্রপাড়া ও নানারাহি গ্রাম দুটির মাঝে রয়েছে সেতুটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,একদিকে রাস্তায় নেই পথবাতি তার উপর বিপজ্জনকভাবে ভেঙে থাকা সেতু যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানিয়েও হয়নি কোন কাজ।এই রাস্তা দিয়েই স্কুল,হাসপাতাল ও ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বাজারঘাট যায় পড়ুয়া ও গ্রামবাসীরা।দ্রুত ভাঙা সেতু সংস্কার করার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।স্থানীয় বাসিন্দা তাজেমুল হক বলেন,'সেতু ভেঙে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে।গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স বা দমকল সহজে প্রবেশ করতে পারে না।এই রাস্তা দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করে।দিনে দেখে পারাপার হলেও রাতে প্রায়ই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটে।'আরো এক স্থানীয় বাসিন্দা সহবুল হোক বলেন,'পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই ভেঙে আছে সেতুটি।অথচ আমাদের গ্রাম মিশ্রপাড়ায় ঢোকার মূল রাস্তা এটিই। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে অন্তত ৫-৭টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। জনপ্রতিনিধিরা সব জানেন। কিন্তু, তাঁরা সংস্কার করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে হয়তো মনে করেন না।ভাঙা অংশে পড়ে গিয়ে অতীতে বাইক, সাইকেল আরোহী জখম হয়েছে।একমাত্র বাইক ও সাইকেল ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে কোন চার চাকা গাড়ি যাতাযাত করতে পারে না।আমাদের একটাই দাবি, সেতুটি দ্রুত সংস্কার করা হোক।'হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল জানান,এক সপ্তাহ আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেতুটি পরিদর্শন করা হয়েছে।জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। 'সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মা মন্ডল জানান, কাজের ওয়ার্কআউট তৈরি হয়েছে।শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কেউ যায় মন্দিরে। কেউ যায় গির্জায়। কেউ আবার চলে যায় বৌদ্ধ মন্দিরে। এই চলা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্যই ছুটে চলা।সেই কারনে আমি বর্ননা চাই,দেবী শুক্লবর্ণা। শুক্লবর্ণ মানে সাদা রং। সত্ত্বগুণের প্রতীকও হলো সাদা। পবিত্র গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ৬নং শ্লোকে আছে, 'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ' অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অতি পবিত্র গুণ, স্বচ্ছতার প্রতীক, নির্মলতার প্রতীক। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গুজরাটের সবরমতীতে কোচরাব আশ্রমের

উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সবরমতী আশ্রম সফর করেন ও কোচরাব আশ্রমের উদ্বোধন করেন। তিনি আজ সেখানে গান্ধী আশ্রম মেমোরিয়াল মাস্টারপ্ল্যানেরও সূচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী গান্ধী মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন ও হৃদয়কুঞ্জ ঘুরে দেখেন। তিনি সেখানে এখানে একটি প্রদর্শনীও প্রত্যক্ষ করেন, রোপণ করেন গাছের চারা। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবরমতী আশ্রম সর্বদাই এক বিশেষ শক্তির উৎস ও অন্যতম এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র। এখান থেকে আমরা বাপুর প্রদর্শিত পথে চলার অনুপ্রেরণা পাই। তিনি বলেন, "সবরমতী আশ্রম বাপুর অহিংসা, দেশ সেবা ও মানবসেবার মূল্যবোধকে জাগ্রত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর সময়ের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সবরমতী আশ্রমে আসার আগে এই কোচরাব আশ্রমে থাকতেন বাপু। তিনি সংস্কার করা কোচরাব আশ্রমটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। প্রধানমন্ত্রী পূজ্য মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ায় জনগণকে অভিনন্দিত করেন। ১২ মার্চ দিনটির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দিনেই বাপু ডান্ডি অভিযানের সূচনা করেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সেই দিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। স্বাধীন ভারতে নতুন যুগের সূচনায় ঐতিহাসিক এই দিন এক অন্যতম সাক্ষী বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সবরমতী আশ্রমে ১২ মার্চ থেকেই দেশে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সূচনা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশমাতৃকার প্রতি যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের স্মরণ করার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, "অমৃত মহোৎসব ভারতের জন্য অমৃতকালে প্রবেশের পথ তৈরি করে দিয়েছে"। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাভাবনা ও নীতির প্রভাবে অমৃত মহোৎসব পরিচালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজাদি কা অমৃতকাল অনুষ্ঠানে ৩ কোটিরও বেশি মানুষ ৫টি প্রতিজ্ঞা বা প্রণ গ্রহণ করেছে"। তিনি বলেন, ২ লক্ষ অমৃত বাটিকা এবং ২ কোটিরও বেশি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। জল সংরক্ষণের জন্য ৭০ হাজারেরও বেশি অমৃত সরোবর তৈরি করা হয়েছে। দেশাত্মবোধের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে 'হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান'। 'মেরি মাটি মেরা দেশ' অভিযানেও দেশের নাগরিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শ্রী মোদী বলেন, অমৃতকালে ২ লক্ষেরও বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে। সবরমতী আশ্রম বিকশিত ভারত প্রতিশ্রুতি পালনে অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যে দেশ তার নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে না, সেই দেশ তার ভবিষ্যতকেও হারিয়ে ফেলে। বাপুর সবরমতী আশ্রম শুধুমাত্র দেশের নয়, সমগ্র মানবতার ঐতিহ্য"। দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থাকা বহু মূল্যবান ঐতিহ্যের কথা শ্রী মোদী স্মরণ করে বলেন, ১২০ একর জমি থেকে কমে আশ্রমের এলাকা বর্তমানে ৫ একরে পৌঁছেছে। ৬৩টি ভবনের মধ্যে মাত্র ৩৬টি ভবন রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি দর্শনার্থীদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আশ্রমটি সংরক্ষিত রাখা ১৪০ কোটি ভারতবাসীর দায়িত্ব।

প্রধানমন্ত্রী আশ্রমের ৫৫ একর জমি ফিরে পেতে আশ্রমবাসীদের সহযোগিতার কথা স্বীকার করেন। আশ্রমের ভবনগুলিকে নিজ নিজ অবস্থায় সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি কাশী বিশ্বনাথ ধামের কথা উল্লেখ করেন। যেখানে জনগণের সহযোগিতায় পুণ্যার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে ১২ একর জমি পাওয়া গেছে। এখানে বর্তমানে সংস্কার হওয়া কাশী বিশ্বনাথ ধামে ১২ কোটিরও বেশি তীর্থযাত্রী ভ্রমণ করেছেন বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। একইভাবে, অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি সম্প্রসারণের জন্য পাওয়া গেছে ২০০ একর জমি। এখানে বিগত ৫০ দিনে ১ কোটিরও বেশি তীর্থযাত্রী সফর করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্য কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, তা সমগ্র দেশকে দেখিয়েছে গুজরাট। সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে সোমনাথ পুনরুজ্জীবনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও, আহমেদাবাদ বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী শহরগুলির তক্‌মা পাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ঐতিহ্যগুলি সংস্কারে যে উন্নয়নমূলক প্রচার চলছে, সেকথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী রাজপথকে কর্তব্যপথে রূপান্তরিত করার ও সেখানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপনের উদাহরণ দেন। তিনি পঞ্চতীর্থের আওতায় বি আর আম্বেদকর সম্পর্কিত বিভিন্ন জায়গার উন্নয়ন একতা নগরেও স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মূর্তি স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সবরমতী আশ্রমের সংস্কার এই লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আগামী দিনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যে প্রতিনিধিরা এই সবরমতী আশ্রমে আসবেন, তারা চক্র থেকে শক্তি ও অনুপ্রেরণা পাবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাপু পরাধীনতার সময় দেশ যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তা থেকে মুক্ত হওয়ার আশা ও বিশ্বাস জাগ্রত করেছিলেন"। বাপুর দূরদৃষ্টি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বচ্ছ দিশা তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নকে প্রধান্য দিচেছ। আত্মনির্ভর ভারত প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী ও আত্মনির্ভরতার চিন্তাভাবনা জনগণের মধ্যে জাগ্রত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জৈব কৃষির কথা উল্লেখ করে বলেন, গুজরাটে ৯ লক্ষ কৃষক পরিবার জৈব কৃষি কাজকে গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে ৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, খাদি পণ্যের ব্যবহার বর্তমানে বেড়েছে। এর ফলে, গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসছে। আত্মনির্ভর প্রচারাভিযানের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে।

গ্রামগুলির ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম স্বরাজ নিয়ে বাপুর চিন্তাভাবনা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ১ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি হয়েছে। মহিলারা এখন ড্রোন পাইলট হচ্ছেন। এই পরিবর্তন মজবুত ভারতের উজ্জ্বল উদাহরণ এবং সুসংহত ভারতের প্রতিচ্ছবি"।

প্রধানমন্ত্রী সরকারের চেষ্টায় বিগত ১০ বছরে দেশের ২৫ কোটি জনগণ যে দারিদ্র-মুক্ত হয়েছেন, সেই প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন। মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, "বর্তমানে ভারত যখন উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাভাবনা আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই, সবরমতী আশ্রম এবং কোচরাব আশ্রমের সংস্কার কেবলমাত্র কোনও ঐতিহাসিক স্থানের উন্নয়ন নয়, এটি বিকশিত ভারতের জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং এই বিশ্বাসকে মজবুত করে"। উন্নত দেশ গঠনের যাত্রা পথে বাপুর চিন্তাভাবনা আমাদের পথ দেখিয়ে যাবে বলে আস্থা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী গুজরাট সরকার এবং আহমেদাবাদ পুর সংস্থাকে আহমেদাবাদ শহর নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে ও প্রতিদিন অন্তত ১ হাজার স্কুল পড়ুয়া যেন সবরমতী আশ্রমে সময় কাটাতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "এর ফলে, অতিরিক্ত কোনও বরাদ্দ ছাড়াই আমরা এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে পারবো"। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন এই চিন্তাভাবনা দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে মজবুত করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবব্রত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভুপেন্দ্র প্যাটেল সহ অন্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সময়সীমার শেষ, নির্বাচনী বন্ডের তথ্য কি দিল স্টেট ব্যাঙ্ক?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। স্টেটব্যাঙ্কের সূত্র উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানিয়েছে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া।বিরোধীরা বলছেন, প্রতিটি বন্ডের একটি বিশেষ নম্বর রয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত তাদের চিহ্নিত করা যায়। একইসঙ্গে বন্ডের ক্রেতাকে এসবিআই'র কেওয়াইসি বা 'নো ইয়োর কাস্টোমার' ফর্ম পূরণ করতে হয়েছে। এসবিআই প্রতিটি বন্ডের গ্রাহক এবং সংশ্লিষ্ট বন্ডের পরিচয় জানে। একইসঙ্গে এসবিআই'র মাত্র ১৯টি ব্রাঞ্চ এই বন্ড বিক্রি করেছে, এবং মাত্র ১৪টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে সেই বন্ড ভাঙানো হয়েছে। এই গোটা প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ্কের খুবই সীমিত পরিকাঠামো জড়িত। তাই সময়ের অভাব অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়।ইয়েচুরী বলেছেন, "সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমা আজ বিকেল পাঁচটাতে ফুরিয়েছে। তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনে তথ্য জমা দেওয়ার কথা এসবিআই'র।

অস্বচ্ছতার বন্দোবস্ত বজায় রাখতে স্টেট ব্যাঙ্ক তথ্য চাপার সবরকম চেষ্টা করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দিয়েছে।"

সোমবার এসবিআই'র সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন খারিজ করে দিয়ে সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, ১২ মার্চের মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জমা করতে হবে সর্ববৃহত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটিকে।

এনডিটিভি, লাইভ মিন্ট সহ একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে তথ্য জমা দেওয়ার জন্য ততপরতা চালায় এসবিআই-এ। কিন্তু কখন তথ্য জমা দেওয়া হবে, সেই সংক্রান্ত কোনও উত্তর মেলেনি ব্যাঙ্কের তরফে। সোমবার এসবিআই'র সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন খারিজ করে দিয়ে সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, ১২ মার্চের মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জমা করতে হবে সর্ববৃহত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটিকে।

এনডিটিভি, লাইভ মিন্ট সহ একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে তথ্য জমা দেওয়ার জন্য ততপরতা চালায় এসবিআই-এ। কিন্তু কখন তথ্য জমা দেওয়া হবে, সেই সংক্রান্ত কোনও উত্তর মেলেনি ব্যাঙ্কের তরফে।

কোন দল কোন সংস্থার থেকে কত টাকা পেয়েছে সবিস্তারে তা জনগণকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ১৫ মার্চের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের থেকে তথ্য নিয়ে তা জানানোর কথা নির্বাচন কমিশনের। এই মামলায় আবেদনকারী ছিল সিপিআই(এম)। স্টেট ব্যাঙ্কেরবিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলাও দায়ের করেছেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। দেশের সর্বত্র স্টেট ব্যাঙ্কের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভও দেখাচ্ছে সিপিআই(এম)। এদিন যেমন বিক্ষোভ হয়েছে মালদহে। নির্বাচনী বন্ডকে সাংবিধানিক ভাবে অবৈধ আখ্যা দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি সেটিকে খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচনী বন্ডের বিধি অনুযায়ী, একমাত্র এসবিআই'র মারফত এই বন্ড কেনা এবং জমা দেওয়া সম্ভব ছিল। সেই সূত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ এসবিআই'কে নির্দেশ দেয় ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল থেকে এখনও অবধি নির্বাচনী বন্ড ব্যবহারের সমস্ত তথ্য ৬ মার্চের মধ্যে আদালতে জমা দেওয়ার।

সময়সীমা শেষের সামান্য আগে এসবিআই'র তরফে আইনজীবী হরিশ সালভে আদালতকে জানান, তাঁর মক্কেলের আরও সময় লাগবে। এবং আদালত সময়সীমা বৃদ্ধির নির্দেশ না দেওয়া সত্ত্বেও ৬ মার্চের সময়সীমা লঙ্ঘন করে এসবিআই। এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয় সিপিআই(এম)। এসবিআই'র বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনে সিপিআই(এম)। সোমবার সেই মামলার শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, এসবিআই'কে মঙ্গলবারের মধ্যে সমস্ত তথ্য জমা দিতেই হবে। নইলে ইচ্ছাকৃত ভাবে আদালত অবমাননার দায়ে পড়বেন ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকরা।

একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, তথ্য জমা দেওয়া দূরের কথা, প্রায় এক মাসের মধ্যে কাজের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, সেই তথ্যও আদালতকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি এসবিআই।

সিপিআই(এম) সহ বিরোধীদের অভিযোগ, স্টেট ব্যাঙ্কের এই তৎপরতা চলছে ছক কষে। যাতে নির্বাচনের আগে বন্ড সংক্রান্ত তথ্য জনতার সামনে না আসে। বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেইযে স্টেট ব্যাঙ্ক, যার পুরো কর্মপদ্ধতি ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় চলে, নির্বাচনী বন্ডের সব তথ্য কয়েকদিনের মধ্যে একত্রিত করতে পারবে না। সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো বলেছে, স্টেট ব্যাঙ্ক যে অসঙ্গত অবস্থান নিতে পারল তার পিছনে রয়েছে মোদী সরকারের চাপ। সুপ্রিম কোর্টকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে স্টেট ব্যাঙ্ক এখনই সব তথ্য নির্বাচন কমিশনকে দেয়।

সিনেমার খবর

পুলকিত-কৃতির বিয়েতে চার দিনের জমকালো অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউডে যেন বিয়ের ধুম পড়েছে। এবার বিটাউনের আরেক তারকা জুটি গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। বিয়ে করতে চলেছেন বলিউড অভিনেতা পুলকিত সম্রাট আর অভিনেত্রী কৃতি খরবন্দা। ২০১৯ অ্যাকশন-কমেডি 'পাগলপান্তি'র সেটে একে অন্যের প্রেমে পড়েন তারা। তাদের প্রেমের খবর কারও অজানা নয়। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রেম করার পর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তারা।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৩ মার্চ তাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। ইতোমধ্যে নিমন্ত্রণ কার্ডও চলে গেছে অতিথিদের কাছে। পুলকিত এবং কৃতির বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে দেখা যাচ্ছে দম্পতি একটি বারান্দায় বসে আছে এবং তারা নীল জলের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে গিটার। যদিও বিয়ের কার্ডে আসল ছবি নেই, ছিল।একটি 'পেইন্টিং'। কার্ডে লেখা আছে, 'আপনাদের সবার সঙ্গে উৎসবে ভাসার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না। অনেক ভালোবাসাসহ পুলকিত এবং কৃতি।'

প্রায় চার দিনের জমকালো অনুষ্ঠান হবে পুলকিত-কৃতির বিয়েতে। বলিউড থেকে তাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন একেবারে হাতে গোনা অতিথি। তবে মুম্বাইতে বিয়ে হচ্ছে না তাদের। বিয়ে থেকে রিসেপশনু সবটাই হবে দিল্লিতে। কারণ, কৃতি ও পুলকিত দুজনেরই জন্ম সেখানে। এ ছাড়া পুলকিতের বাড়িও সেখানেই।

এটা পুলকিতের দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে অভিনেতা সালমান খানের 'রাখি বোন' শ্বেতা রোহিরার সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেমের পর তাঁকে বিয়ে করেছিলেন পুলকিত। শ্বেতার সঙ্গে পুলকিতের দাম্পত্য জীবন ছিল।এক বছরের। বিচ্ছেদের পর অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান এই অভিনেতা। সেই সম্পর্কও খুব বেশিদিন এগোয়নি। এই সম্পর্ক ভাঙার পর কৃতির প্রেমে পড়েন পুলকিত।

নারী অধিকার নিয়ে বলিউডের আলোচিত সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বজুড়ে এ দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এ দিবসটিতে নারীর অবদান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

শুধু সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনেই নয়, নারীর অবদান বিভিন্ন দেশের সিনেমাতেও তুলে ধরা হচ্ছে। এতে পিছিয়ে নেই বলিউড সিনেমা শিল্পও। নারী দিবসে জেনে নেওয়া যাক বলিউডে নারীত্ব ও মাতৃত্ব তথা নারী অধিকার নিয়ে নির্মিত কিছু সিনেমা সম্পর্কে।

'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি': বলিউড তারকা আলিয়া ভাট অভিনীত এ সিনেমায় তুলে ধরেছে এমন এক নারীর গল্প, যার লড়াই অনেক সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে। সত্যঘটনা অবলম্বনে তৈরি এ সিনেমা তুলে ধরেছে এমন এক নারীর জীবনকে যে একেবারে শূন্য থেকে নিজের জীবন শুরু করে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে নিজের আধিপত্য, নিজের মতো কায়েম করেছিলেন।

'মর্দানি ২': রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত এ সিনেমায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এমন এক নারী পুলিশ অফিসারের জীবনকে, যিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন না। নিজের শক্তিতে, সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে ন্যায় বিচার করার জন্য তিনি নিতে তৈরি যে কোনো চ্যালেঞ্জ। এ সিনেমাটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

'সুখী': শিল্পা শেঠি অভিনীত এ সিনেমা একেবারেই এক গৃহবধূর ঘরের গল্প। ৩৮ বছরের এক পাঞ্জাবি গৃহবধূর জীবন একটা হাইস্কুল রিউনিয়নের পরে কিভাবে বদলে যায়, সেই নিয়েই এ গল্প। একজন গৃহবধূকে একটা পরিবার গড়ে তোলার জন্য ঠিক কতটা আত্মত্যাগ করতে হয়, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এ সিনেমায়।

'মিসেস চ্যাটার্জী ভার্সেস নরওয়ে': রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত এ সিনেমা এক বাঙালি, ঘরোয়া মায়ের গল্প বলে, যার লড়াই একটা গোটা দেশের সঙ্গে। সদ্যজাত সন্তানকে কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার যন্ত্রণা, তাকে ফিরে পাওয়ার লড়াই সবই সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ সিনেমায়। সবার ওপরে প্রাধান্য পেয়েছে একজন মায়ের ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতির বিভিন্ন দিক।

এছাড়াও ভারতে নারী অধিকার নিয়ে একটি সিরিজ বেশ আলোচিত হয়েছে। এর নাম 'জানে জান'। কারিনা কাপুর খান অভিনীত এ সিরিজের গল্প যেন অন্য সুরে বাঁধা। 'সাসপেক্ট এক্স' গল্পের অবলম্বনে তৈরি এই সিরিজে কারিনা কাপুরের ভূমিকা ছিল একজন একা মায়ের। একটি খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়া ও তার থেকে নিজেকে ও মেয়েকে বাঁচানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাবে গল্প।

সংসার ভাঙার গুঞ্জন উসকে দিয়ে মুখ খুললেন নয়নতারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা দীর্ঘ দিনের প্রেমিক বিঘ্নেশ শিবনের সঙ্গে বছর দুয়েক আগে বেশ ঘটা করেই সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিকঠাকই চলছিল। বিয়ের কয়েক মাস পরেই সারোগেসির মাধ্যমে যমজ পুত্রের অভিভাবক হন তারা। একই বছরে এত কিছুর জন্য স্বামীকে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দক্ষিণের 'লেডি সুপারস্টার'।

ভালোবাসা দিবসের দিনেও স্বামীর প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নয়নতারার। কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়েছেন নয়নতারা। ইনস্টাগ্রামে স্বামীকে 'আনফলো' করেন তিনি। তবে এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য আবার বিঘ্নেশকে ইনস্টাগ্রামে 'ফলো' করতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নয়নতারা লেখেন, 'সে চলে গেল সারা জীবনের মতো। ও বলল আর আমি অশ্রুভেজা চোখে মেনে নিলাম।' এর পরেই নয়নতারার অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আশঙ্কা ছিল, নয়নতারা সত্যিই পোস্ট করেছেন, না কি কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি হল। জল্পনা ছিলই। সেই জল্পনাকে উস্কে দিয়ে ইনস্টাগ্রামে নতুন একটি পোস্ট করলেন নয়নতারা।

দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরেছে কি না, সে প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি নায়িকা। তবে নয়নতারার পর পর পোস্টে সম্পর্ক ভাঙনের ইঙ্গিত। বৃহস্পতিবার সকালে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নয়নতারা লিখলেন, 'উমমম! আমি হারিয়ে গিয়েছি।' এই কয়েকটি শব্দ দিয়ে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন তা এখনও অধরা। তবে অনুরাগীদের একাংশ ধরে নিয়েছেন যে সম্পর্ক ভাঙছে নয়নতারার। আবার কেউ কেউ মনে করছেন পুরো ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও গল্প রয়েছে।

একাধিক সম্পর্কের গুঞ্জনের পর ২০২২ সালে পরিচালক বিঘ্নেশকে বিয়ে করেন নয়নতারা। স্বামী, যমজ ছেলেদের নিয়ে সুখেই সংসার করছিলেন তিনি। গত বছর বলিউডে হাতেখড়ি হয়। শাহরুখ খানের বিপরীতে 'জওয়ান'-এ প্রশংসিত হয়েছে তার অভিনয়। গত বছরটা ইতিবাচক ঘটনা দিয়েই শুরু করেছিলেন। কিন্তু নতুন বছরে হঠাৎই ছন্দপতন।

কাঞ্চনের তৃতীয় বিয়ের পার্টি নিয়ে বিতর্ক, মুখ খুললেন শ্রাবন্তী-রুদ্রনীল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয় বিয়ে করেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। গেলো মাসে শ্রীময়ী চট্টরাজকে বিয়ে করলেও গতকাল ছিলো তাদের বিয়ের রিসেপশন পার্টি। সবকিছুই ঠিক ছিলো। কিন্তু বিপত্তি বাধলো একটি নির্দেশনা ঘিরে। যা নিয়ে বুধবার সকাল থেকেই টলিপাড়া সরগরম।

দাওয়াত কার্ডে লিখা ছিলো, 'সাংবাদিক, ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী এবং গাড়ির চালকের অনুষ্ঠানের প্রবেশ নিষেধ।' এই নির্দেশনা নিয়ে জিতু কমল, শ্রীলেখা মিত্র, পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়সহ টালিপাড়ার একাধিক বিশিষ্টজন এই প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে কাঞ্চন-শ্রীময়ীর রুচিবোধের সমালোচনাও করেছেন।

ইন্ডাস্ট্রিতে কাঞ্চনের দীর্ঘ দিনের বন্ধু রুদ্রনীল ঘোষ। বুধবার বন্ধুর রিসেপশন পার্টিতে তিনি নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। রুদ্রনীল বন্ধুর বিয়ের তিনি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু কাঞ্চনকে আমি যতটা চিনি, তাতে আমার মনে হয় এটা ওর কাজ না-ও হতে পারে। কারণ সাংবাদিকদের ও যথেষ্ট সম্মান করে। এমনকি এক সময়ে ওর গাড়িচালককেও দেখেছি কাঞ্চনের সঙ্গে একই খাবার খেতে। বাঙালি পরিবারে বিয়ের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সকলে মিলে নিয়ে থাকেন। তাই অজান্তে কারও তরফে এই ভুল হয়েও থাকতে পারে। কাঞ্চনের এটা প্রথম বিয়ে নয়। তাই উপযাচক হয়ে কারও হয়তো মনে হতেই পারে যে এই বিয়েকে ঘিরে গসিপ হবে। দায়িত্ব নিয়ে ওই ব্যক্তি একটা বড় ভুল করে বসেছেন।'

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রাবন্তীও। অনুষ্ঠানে তিনি নিজেও ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নিয়ে যাননি। কিন্তু অনুষ্ঠানে যে বেশ কয়েকজন দেহরক্ষী ছিলেন তা তার চোখে পড়েছে।

শ্রাবন্তীর কথায়, 'আমি আধাঘণ্টার জন্য গিয়েছিলাম। আমি কিন্তু দেখেছি কাঞ্চনদা এবং শ্রীময়ীর সুন্দর আতিথেয়তা। প্রত্যেককে সম্মান দিয়ে ওরা আপ্যায়ন করেছেন। জেনে বুঝে কাঞ্চনদার মতো সুন্দর একটা মানুষ এই ভুল করতে পারেন না। এটা নিশ্চয়ই অন্য কেউ করেছেন।'

ফিরছেন মাইক টাইসন

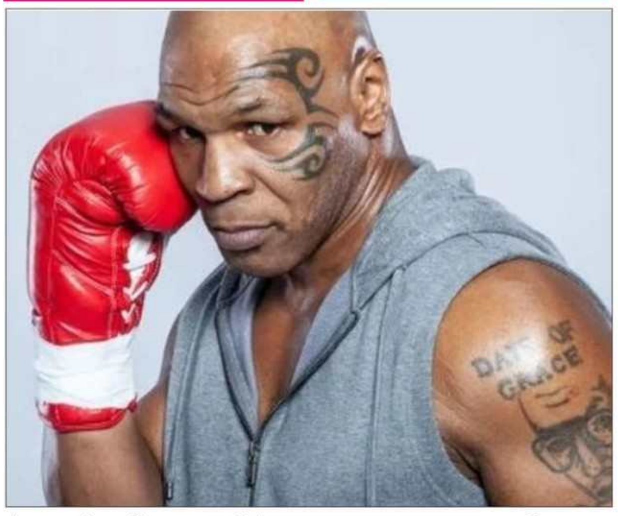

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একসময়কার কিংবদন্তী হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন আবারও ফিরছেন বক্সিং রিং মাতাতে। ইউটিউবার জেক পলের সঙ্গে এক ম্যাচ খেলবেন তিনি। ২০ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য এই ম্যাচটি লাইভে দেখাবে নেটফ্লিক্স। খবর- দ্যা গার্ডিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অবস্থিত এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়াম এই ম্যাচ হওয়ার কথা। স্টেডিয়ামটির ধারণক্ষমতা ৮০ হাজার। এই ম্যাচে ৫৭ বছর বয়সী টাইসনের মুখোমুখি হবেন ২৭ বছর বয়সী পল। এ ধরনের ম্যাচ পলের জন্য নতুন কিছু নয়। গত বছর বক্সার টমি ফিউরির সঙ্গে এক ম্যাচে হেরে গিয়েও ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেন তিনি। জুলাইয়ের এই ম্যাচ থেকে টাইসন এবং পল দুজনেই বেশ ভালো অঙ্ক আয় করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউটিউবার হিসেবে শুরু করলেও মাঝারি মানের বক্সার হয়ে উঠেছেন পল। এমনকি টাইসনের কাছেও তার প্রশংসা শোনা গেছে। ক্যারিয়ারের তুঙ্গে টাইসন ছিলে সর্বকালের সেরা হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। এর আগে সর্বশেষ ২০২০ সালে এক এক্সিবিশন ম্যাচে বক্সিং করেন তিনি। তার শেষ পেশাদার ম্যাচ ছিল ২০০৫ সালে। ওই ম্যাচে আইরিশ বক্সার কেভিন ম্যাকব্রাইডের কাছে হারেন তিনি।

গাভাস্কার-দ্রাবিড়ের রেকর্ডে ভাগ বসালেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ধর্মশালায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের ফাইনাল টেস্টে ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা আরও একটি ইনিংস খেললেন রোহিত শর্মা। ইংলিশদের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে ১০৩ রানের তকতকে এক ইনিংস।

দুর্দান্ত এই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সুনিল গাভাস্কার আর সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন রোহিত।

ধর্মশালায় ইংল্যান্ডের স্পিনার টম হার্টলির বলে মিডউইকেট অঞ্চলে বল পাঠিয়ে একবারের জন্য জায়গা বদল করেন রোহিত। এতে টেস্ট ক্যারিয়ারের ১২তম সেঞ্চুরির মাইলফলক স্পর্শ করেন ভারতীয় অধিনায়ক। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি রোহিতের ৪৮তম সেঞ্চুরি। ভারতের বর্তমান কোচ দ্রাবিড়ের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরির সংখ্যাও ৪৮টি। ৬০৫ ইনিংস খেলে এসব শতক হাঁকিয়েছিলেন তিনি। সে হিসেবে ১০৭ ইনিংস কম খেলেই শিষ্যকে ছুঁয়ে ফেলেছেন ছাত্র রোহিত। ৪৮ সেঞ্চুরি হাঁকাতে রোহিতের লেগেছে ৪৯৮ ইনিংস।

এক সেঞ্চুরিতে আরেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার গাভাস্কারের রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছেন রোহিত। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ডটি এতদিন নিজের দখলে রেখেছিলেন গাভাস্কার। ইংলিশদের বিপক্ষে ৩৮ টেস্টে ৪টি শতক হাঁকিয়েছিলেন সাবেক এই ভারতীয়।

আজ সেই ইংলিশদের বিপক্ষে নিজের চতুর্থ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন রোহিত। ভারতীয় অধিনায়ক এদিন খেলেছেন ১৬২ বলে ১০৩ রানের ইনিংস।

আইপিএলের জনপ্রিয়তা বেশি কেন? যা বললেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএলের নতুন আসর। ইতোমধ্যে প্রতিযোগী দলগুলো নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি শুরু করেছে। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে মুখিয়ে থাকেন বিশ্বের নামি-দামি সব তারকাও। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখেও মিচেল স্টার্ক বা প্যাট কামিন্সের মতো ক্রিকেটাররা প্রস্তুতির জন্য কিছুদিন আগে আইপিএলকে বেছে নেওয়ার কথা বলেছেন। তবে টুর্নামেন্টটি জনপ্রিয় হওয়ার ভিন্ন একটি কারণ জানিয়েছেন ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি।

ঘরের মাঠে চলমান ভারতইংল্যান্ডের চলমান পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে খেলছেন না সাবেক এই ভারতীয় অধিনায়ক। ব্যক্তিগত কারণে তিনি বেশ কিছুটা সময় খেলার বাইরে রয়েছেন। দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হওয়ার পর আসন্ন আইপিএল দিয়ে মাঠে ফিরবেন কোহলি। আইপিএলের ১৭তম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে তার দল রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মোকাবিলা করবে মনেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের।

এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারতীয় একটি স্পোর্টস চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কোহলি। সেখানে বেঙ্গালুরুর সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, 'আমি আসলেই আইপিএলকে ভালোবাসি, কারণ এখানকার বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। যেখানে অনেক নতুন ক্রিকেটারের সঙ্গে লম্বা সময় খেলার সুযোগ থাকে, যারা আপনার বাইরের দেশের। যাদের সঙ্গে হরহামেশা দেখা হয় না।'

এরপরই আইপিএলের জনপ্রিয়তা ভিন্ন একটি কারণ উল্লেখ করেন কোহলি, 'সবাই কেন আইপিএলকে ভালোবাসে তার পেছনে একটি কারণ আছে। কারণ এখানে ক্রিকেটার ও ভক্তদের মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। অন্যদিকে আইসিসির টুর্নামেন্টগুলোতে বিভিন্ন দলের বিপক্ষে খেলতে হয়, কিন্তু প্রায় সময় সেখানে অন্য দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গেও সেভাবে যোগসূত্র বা যোগাযোগের পরিবেশ তৈরির কোনো সুযোগ নেই।'

ভারতীয় এই মাস্টার ব্যাটার আরও বলেন, 'আইপিএলে প্রতিটি দল প্রতিপক্ষ কারও সঙ্গে তৃতীয় দিন কিংবা প্রতি সেকেন্ডেও সাক্ষাৎ হতে পারে, আর এটিই আইপিএলের সৌন্দর্য্য। এখানে আপনাকে ভিন্ন কন্ডিশন, ভিন্ন শহর এবং ভিন্ন ভিন্ন দলের মোকাবিলা করতে হয়। টুর্নামেন্টে ভালো করতে হলে সবারই কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং এরই মাঝে কিছু সুন্দর মুহূর্ত তৈরি হয়ে যায়।'

গুন্ডোগানের পেনাল্টি মিস, ইয়ামালে রক্ষা বার্সার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বার্সেলোনার সামনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বড় ম্যাচ। ঘরের মাঠে ১২ মার্চ রাতে নাপোলির মুখোমুখি হবে কাতালানরা। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১-১ গোলের সমতা করায় জয় ভিন্ন ভাববার কিছু নেই জাভির দলের সামনে। বড় ওই ম্যাচের আগে লিগ ম্যাচে লামিন ইয়ামালে ১-০ গোলের কষ্টের জয় পেয়েছে বার্সা। তারা অবশ্য প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করার সুযোগ হারায়। মোমেন্টাম হাতে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে। ম্যাচের ২২ মিনিটে পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। শট নেন ম্যানসিটি থেকে ক্যাম্প ন্যুতে আসা জার্মান মিডফিল্ডার ইলকে গুন্ডোগান। কিন্তু তিনি তা জালে পাঠাতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৩ মিনিটে বক্সের মুখ থেকে দুর্দান্ত এক শটে গোল করেন তরুণ ফরোয়ার্ড ইয়ামাল। এর আগেও তার একটি দুরপাল্লার শট গোল হওয়ার মতো ছিল। কিন্তু পোস্টে লেগে তা ফিরে আসে। শুধু গোলের হিসেবে নয় পুরো ম্যাচে আলো কেড়েছেন কেবল ইয়ামালই। বার্সার হয়ে এই ম্যাচে অভিষেক হয়েছে ১৭ বছরের তরুণ সেন্ট্রাল ব্যাক পাও কুবার্সি পারদেশের। ৬ ফিট ১ ইঞ্চি উচ্চতার এই ডিফেন্ডারে কাতালানরা জেরার্ড পিকেকে ছায়া দেখছেন।

ক্রিকেট ছেড়ে নাটক করো; কেন বললেন ওয়াসিম আকরাম?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ইসলামাবাদ ইউনাইটেড-লাহোর কালান্দার্স ম্যাচে বেশ ভালো এক ক্যাচ নিয়েছেন আবদুল্লাহ শফিক। তবে ইমাদ ওয়াসিমের সাধারণ সেই ক্যাচ নিয়ে বেশ উদযাপন করতে দেখা গিয়েছিল শফিককে। গ্যালারির দিকে তাকিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বলেছিলেন তিনি। গড়পড়তা মানের ক্যাচ নিয়ে শফিকের এমন উদযাপন মোটেও ভালো লাগেনি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামের। তা আকরামের কাছে অভিনয় মনে হয়েছে। সর্বকালের অন্যতম সেরা এই পেসার তাই শফিককে ক্রিকেট ছেড়ে নাটকে নাম লেখাতে বলেছেন।

তাছাড়া কড়া সমালোচনা করে সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে শফিকের বাজে ফিল্ডিংয়ের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন ওয়াসিম।

পিএসএলের অন্যতম সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেল 'এ স্পোর্টস'-এর 'দ্য প্যাভিলিয়ন' অনুষ্ঠানে ওয়াসিম আকরাম বলেছেন, 'সন্দেহ নেই ক্যাচটা দারুণ। কিন্তু ও যে অস্ট্রেলিয়ায় ৩৬টি ক্যাচ (আসলে ৪টি) ফেলল, সেগুলোর ব্যাপারে কী বলবে। এক ক্যাচ ধরেই সে চুপ থাকতে বলে দিল! ওকে কেউ বলে দিন, ওর আসলে ক্রিকেট ছেড়ে নাটকে নাম লেখানো উচিত।'

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই হয়েছে পাকিস্তান। বিব্রতকর সেই হারের অনেকটা দায় দেওয়া হয় শফিককে। সিরিজে চার-চারটি ক্যাচ ফেলেছিলেন তিনি। এর মধ্যে স্লিপ কর্ডনে ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শের যে দুটি ক্যাচ ছাড়েন, সেগুলো ছিল তুলনামূলক সহজ।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের দায়িত্ব ছাড়লেন মাসাকাদজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যর্থতার দায় নিয়ে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টরের পদ ছাড়লেন হ্যামিল্টন মাসাকাদজা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০১৯ সালের অক্টোবরে বোর্ডের পরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন মাসাকাদজা। গত নভেম্বরে উগান্ডা ও স্বাগতিক নামিবিয়ার কাছে হেরে তৃতীয় হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাই উতরাতে ব্যর্থ হয় জিম্বাবুয়ে। এরপর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজেও দল ব্যর্থ হওয়ায় ডিসেম্বরে প্রধান কোচের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ডেভ হটন। এবার বিদায় নিলেন মাসাকাদজা।

পদত্যাগপত্রে মাসাকাদজা লিখেছেন, আমাদের ক্রিকেট ও আমার দায়িত্বের সাফল্য এবং ব্যর্থতা বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত এসেছে। আমার দায়িত্বকালে অনেক উন্নতি আছে। তবে উগান্ডার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত হারের পর আমরাই একমাত্র (আইসিসির) পূর্ণ সদস্য, যারা পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে না, সে ব্যাপারটি থেকেই যায়। আমার ক্যারিয়ারে এটি সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত, ডিরেক্টর অব ক্রিকেট হিসেবে আমি পুরোপুরি এর দায় নিচ্ছি।'

মাসাকাদজা আরও বলেন, 'সিদ্ধান্তটা নেওয়া বেশ কঠিন ছিল। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের প্রতি আমি পুরোপুরি দায়বদ্ধ থাকবো। ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ও ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজনের পথে আমি ভিন্ন কোনো দায়িত্বে কাজ করতে আমি আরও বেশি আগ্রহী।'

মাসাকাদজা দায়িত্ব পালনকালে ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল আসরে কোয়ালিফাই করেছিল জিম্বাবুয়ে। সে আসরে তারা সুপার-১২ তে উঠেছিল। এছাড়া ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের আয়োজনও করেছিল জিম্বাবুয়ে।

পিসিবির বড় দায়িত্ব পাচ্ছেন আজহার আলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বড় দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক ও অন্যতম সফল ব্যাটার আজহার আলি। পাকিস্তানের গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে এ তথ্য জানা গেছে।

বলা হয়েছে, আজহার আলিকে বোর্ডের নির্বাচক প্যানেল অথবা হাই-পারফরম্যান্স সেন্টারে নিয়োগ দিতে পারে বোর্ড। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সুপারিশে তাকে এই পদে বসানো হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

যদি আজহার আলিকে প্রধান নির্বাচক বানানো হয়, তাহলে তার কাজ হবে তিন ফরম্যাটের জন্য দল নির্বাচিত করা এবং শক্তিশালী একটি দল গঠন করা। একইসঙ্গে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ঘরোয়া লিগের খেলা থেকে ভালোভাবে ক্রিকেটার তুলে আনাও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।

আর যদি আজহারকে হাই-পারফরম্যান্স সেন্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তার কাজ হবে ক্রিকেটের অনুশীলনের দেখভাল করা এবং উন্নতির পথ বাতলে দেওয়া। যাতে ক্রিকেটারদের কাছ থেকে আরও ভালো পারফরম্যান্স বেরিয়ে আসে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক টিম ম্যানেজার রিহান উল হকও নতুন করে দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন।

২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন আজহার আলি। ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক লর্ড ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অভিষেক হয়েছিল তার। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিজের প্রথমবারের মতো ফিফটি হাঁকিয়েছেন ৩৯ বছর বয়সী এই টেস্ট বিশেষজ্ঞ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন: ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR